

37666 - কোন সেরোযাদার যাকের ইফতার করালে একজন রোযাদারকে ইফতার করানোর সওয়াব পাওয়া যাবে

প্রশ্ন

আমরা জানি যে, রমযান মাসে একজন রোযাদারকে ইফতার করানোর অনেকে বড় পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হল:

এই রোযাদারটা কে? সে কি এমন ব্যক্তির কাছে ইফতার করার মত কোন কিছু নাই? নাকি সে পথচারী? নাকি সে যে কোন ব্যক্তি; এমনকি স্বচ্ছলও হলেও? এ প্রশ্ন করার কারণ হল: আমরা আমেরিকাতো থাকি। এখানের মুসলিম কমিউনিটির লোকেরো স্বচ্ছল জীবন যাপন করছেন। তারা এখানে রমযানে দাওয়াত বনিমিয় করেন – বাহ্যতঃ যা মনে হয়- গটেরব ও অহংকারের প্রত্যাগতি থেকে... (অমুক অমুক চয়ে বশে মাহেমানদারি করে, অমুক অমুক চয়ে ভাল রান্না করে...)।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযাদারকে ইফতার করানোর সওয়াব বড়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে তিনি রোযাদারের সমান সওয়াব পাবেন; তবে রোযাদারের সওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না।’ [সুন্নে তরিমযি (৭০৮) আলবানী ‘সহিহু তারগীব ওয়াত তারহীব’ (১০৭৮)-এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এ সওয়াব যে কোন রোযাদারকে ইফতার করালেই অর্জিত হবে; সে রোযাদার দরদির হওয়া শর্ত নয়। কেননা এটি দান-শ্রণীয় নয়; বরং উপহার-শ্রণীয়। উপহার দয়ার ক্ষেত্রে উপহারগ্রহীতা দরদির হওয়া শর্ত নয়। বরং ধনী গরীব সবাইকে উপহার দয়া যেতে পারে।

তবে যে দাওয়াতগুলোর উদ্দেশ্য— গটেরব ও অহংকারের প্রত্যাগতি করা; এমন দাওয়াত নিন্দনীয়। এমন ব্যক্তি দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য কোন সওয়াব পাবে না। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তি নিজেকে প্রভুত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে।

এ ধরণের উদ্দেশ্য থেকে কাউকে দাওয়াত দয়া হলে তার উচিত এমন দাওয়াতে না যাওয়া এবং এতে অংশগ্রহণ না করা। বরং

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নজিরে একটা ওজর পশে করা। পরবর্তীতে যদি এ ব্যক্তিকে গ্রহণযোগ্য সুন্দর পদ্ধতিতে উপদেশে দিতে সক্ষম হন তাহলে সটো করা ভাল। তবে সরাসরি না বলে ইঙ্গিতে বলবেন। ক্রোমল ভাষা ব্যবহার করবেন। নর্দিষ্টভাবে কাউকে উদ্দেশ্য না করে আমভাবে বলবেন।

ক্রোমল ভাষা, সুন্দর শলীর ব্যবহার এবং রূক্ষ ও ক্রকশ শব্দগুলো পরহির করা উপদেশে গ্রহণীয় হওয়ার কারণ। একজন মুসলমি তার মুসলমি ভাই সত্যকে গ্রহণ করুক ও এর উপর আমল করুক এ ব্যাপারে আগ্রহী থাকবেন।

যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতনে। তার সাহাবীদরে মধ্যে কটে এমন কোন কাজ করে ফলেত যা তিনি অপছন্দ করতনে। কন্তি তিনি তাদেরকে সরাসরি সমালোচনা করতনে না। বরং তিনি বলতনে: কছু কছু লোকরে কী হল তারা এমন এমন কাজ করে?

এ পদ্ধতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষতি কল্যাণ সাধতি হয়।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।